333

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরকার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে ১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন এ খবরটা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনে আমরা পার্বত্যবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পর এ এলাকার উন্নয়নের যে সুবাতাস বইছে এটি তারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। এ লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে কয়েকদিন আগে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়টি রাঙামাটিতে স্থাপিত হবে বলে সকলে মত প্রকাশ করেছেন বলে আমরা জেনেছি।

১৯৯৮ সালে ২রা ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে শান্তি বাহিনীর অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কারণ এ জেলার অধিবাসীরা বিগত দিনগুলোতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই স্বভাবতই আমরা মনে করেছিলাম যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীকালে এ ক্ষেত্রে বীচিতলা নামক স্থানটিও প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল বলে আমরা জানি।

জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ঐ পরিষদের প্রধান অফিস রাঙামাটিতে স্থাপিত হবে। এছাড়া রাঙামাটিতে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিটিভি ও বেতার সম্প্রচারণ কেন্দ্র, পি.টি.আই, ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র, উন্নয়ন বোর্ডের হেড অফিস ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় স্থান নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকর্তা ব্যতীত যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে রাঙামাটির বাসিন্দা। কাজেই তারা তো রাঙামাটিতে প্রতিষ্ঠার পক্ষেই মত দিবেন। তাই উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের জন্য তিন পার্বত্য জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের আমন্ত্রণ জানালে ভালো হতো বলে আমরা মনে করি।

রাঙামাটি পুরাতন জেলা শহর। এর চারিদিকে কাপ্তাই হ্রদের পানি বেষ্টিত। এ শহর সম্প্রচারণের কোন সুযোগ নেই। তদুপরি রাঙ্গামাটিতে ছাত্র রাজনীতি প্রায় সময় তুঙ্গে থাকে যা খাগড়াছড়িতে পুরোপুরি অনুপস্থিত। খাগড়াছড়িতে বীচিতলা নামক স্থানটি প্রাথমিকভাবে যে নির্বাচন করা হয়েছিল তা শহর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে। কাজেই এখানে পরিবেশ সুস্থ রাখার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে।

এমতাবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আকুল আবেদন যেন সব দিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সুধারাম চাকমা
দিব্যলাক্ষ চাকমা
ওয়াইলি প্রু মারমা
ও
ধনি রাম ত্রিপুরা
বঙ্গবন্ধু স্কোয়ার
খাগড়াছড়ি সদর।